বেলোয়ারি

BANGLADARSHAN.COM

সমরেশ মজুমদার

॥বেলোয়ারি॥

মেয়েটি বিষণ্ণ কিন্তু মলিন নয়, বলল, ‘তুমি আমাকে ভালবাস না।’ ছেলেটি, এই অবস্থায় ছেলেরা যেমন হয়, কিছুটা নার্ভাস আবার প্রতিবাদে সোচ্চার অথচ মুখে কোনও শব্দ ঠিকঠাক যোগায় না, শুধু চাহনিতে বোঝাল, কথাটা ঠিক নয়।

মেয়েটি পায়ে-পায়ে সরে এল ছেলেটির নিশ্বাসের কাছে, ‘তা হলে আমার আঁচল এমন বিবর্ণ কেন? কেন সব রং হারিয়ে গেল, অথচ তোমার চোখে পড়ল না।’

ছেলেটি বলল, ‘এই কথা! আমি পৃথিবীর সব ফুল এনে দিচ্ছি, তারা রঙের সঙ্গে গন্ধও দেবে।’

মেয়েটি ধীরে-ধীরে মাথা দোলাল, যেমন করে বাতাস না-বইলেও দেবদারুর পাতা কাঁপে, ‘সে তো আমি নিজেই আনতে পারি। পৃথিবীর ফুলেরা তো ছটফট করছে আমার স্পর্শ পেতে, সে আমি চাই না।’

ছেলেটি এ-বার যেন কিছুটা নিঃস্ব, তার বুঝিলে অন্যতর বিস্ময় নেই, যা মেয়েটিকে নির্বাক করে দেবে। মেয়েটি মুখ তুলল, তার বুকের ঈষৎ বাইরে যেমন করে সূর্য ওঠার আগে পাখিরা প্রথম ডাক দেয়, ‘ওই বুকে যদি এত ভালবাসা তা হলে আকাশটার দিকে তাকাও। ও কেন আমার আঁচলের চেয়ে সুন্দর হবে? পারো না ছোট-ছোট হিরের মতো সবকটা তারাকে ওর কাছ থেকে কেড়ে এনে আমার আঁচলে ঢেলে দিতে? আমি ওদের বেঁধে রাখব এখানে, বন্ধন সুন্দর করব।’

BANGLADARSHAN.COM

ছেলেটি এ-বার হাসল। যেন এক-লক্ষ ঢেউ আর সামুদ্রিক ঝড় ডিঙিয়ে, তার নৌকা সদ্য মাটি ছুঁয়েছে। বলল, ‘উহুঁ, আমি কখনও ভাবতে পারি না তোমার আঁচল কুণ্ঠিত হয়ে আছে ভারে।’

মেয়েটি বলল, ‘বেশ, আমি ওই ছোট-ছোট তারাদের আমার আঁচলে বসিয়ে দেব এমন করে যেন পূর্ণিমার আকাশ হার মানে।’

মেয়েটির বুক এ-বার অঞ্জলির মতো ছেলেটির হৃদয় স্পর্শ করছে। ছেলেটি মাথা নাড়ল, ‘না অত ছোটয়, যা কিনা টুকরো-টুকরো, মন ভরবে না আমার। যদি এনে দিতেই হয় তা হলে চাঁদটাকেই পেড়ে আনব আকাশ থেকে। বসিয়ে দেব তোমার আঁচলে।’

মেয়েটি বলল, ‘যার বুক জুড়ে এমন চাঁদ তার অন্য চাঁদে কী দরকার?’ ছেলেটি দু-হাতের বেড়ে নিজেকে সমর্পণ করার মুহূর্তে বলল, ‘তবে যে বলেছিলে আমি তোমায় ভালবাসি না!’

মেয়েটি গ্রহণ পূর্ণ করল, ‘আমি যে আবার নতুন করে ভালবাসলাম, তা-ই।’

তিস্তা বলল, ‘কী রকম বোকা-বোকা ব্যাপার সব।’

সুব্রত কিন্তু আচ্ছন্ন ছিল। তিস্তার কথা কানে যেতেই মুখ তুলল, ‘বোকা বলছ কেন? প্রেমের স্বাভাবিক এই অভিব্যক্তি তোমার পছন্দ হয়নি?’

‘স্বাভাবিক?’ তিস্তার চশমার কাচ চক-চক করে উঠল, ‘তোমরা ছেলেরা একটু নরম কথা পেলেই গলে যাও। তাই তোমাদের প্রেমে পড়তে সময় লাগে না।’

সুব্রত কথার সুতো সোজা করতে চাইল, ‘যা-ই বলো, ছেলে-মেয়ে দুটো কিন্তু খুব ভাল অভিনয় করেছে। এই নেপালি গানটাকে নাটক করা খুব সোজা নয়।’ কথাটা শেষ করে সুব্রত আর একবার তিস্তার দিকে তাকাল। লম্বা, ঈষৎ ডিম্বাটে মুখ, ফেঁপে ফুলে-থাকা কাঁধ-ছোঁয়া চুল নলেগাঁও জঙ্গলের মতো কালো, হাঁটে যখন, তখন সুব্রতর বুকে শিউলি ঝরার শব্দ হয়। এখন এখানে শীত দাঁত শানায় ভোর রাতে, দিনভর একটা ওম ছড়ানো থাকে। না-গরম না-শীত। পাহাড়গুলো যেন মেজে-ঘসে চমৎকার ফিটফাট হয়ে আছে। বিয়ের ক-দিন আগে থেকে মেয়েরা যেমন নিজেদের সাজায়। তাই এই সন্ধে-পার-হব-হব সময়টায় কুয়াশা নেই, মেঘ নেই এবং তিস্তার শরীরে কোনও পশমের বাড়তি আবরণ নেই। হাল্কা-নীল শাড়ি আর সাদা ব্লাউজে ওর ভরাট শরীর বর্ষার নদীর মতো। বুকের দিকে তাকালেই মুখ খোলার আগে টইটম্বুর গ্রান্ডিফ্লোরার কথা মনে আসে। তিস্তার পাশে হাঁটলেই সুব্রত অবশ হয়ে যায়। মাত্র আটমাসের আলাপ। আটমাস ধরে একটার-পর-একটা ঘর তুলতে-তুলতে সম্পূর্ণ হয়েছে বুনন, শুধু বোতাম বসানো বাকি।

BANGLADARSHAN.COM

বাজার-এলাকা ছাড়লেই পৃথিবীটা শূন্য। তখন কোনও মানুষকে আর মানুষ বলেই মনে হয় না। সুব্রত হাত বাড়িয়ে তিস্তার আঙুল তুলে নিল। এত নরম, যেন রক্তের চলাচল অনুভব করা যায়। তিস্তা বলল, ‘কী হচ্ছে কী?’

‘কেন?’

‘কেউ দেখে ফেলবে।’

‘ফেলুক।’

‘আহা, তোমার আর কী! আমাকে মেয়ে-কলেজে পড়াতে হয়।’

‘এত রাত্রে কেউ তোমাকে দ্যাখার জন্যে দাঁড়িয়ে নেই।’ তিস্তা অবশ্য হাত সরিয়ে নেয়নি, কিন্তু নিজের আঙুল নিষ্ক্রিয় রেখেছিল। এইরকম নিরাসক্ত তিস্তাই হতে পারে। আটমাসের প্রতিটা দিনে সুব্রত বুঝেছে সে যতটা তিস্তাকে কামনা করে, তার চেয়ে কম তিস্তা তাকে ভালবাসে না। অনেক ছোট-বড় প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে এইরকম ভাবতে পারার। অথচ তিস্তা যেন সেই আখরোটের মতো, যা হিরের চেয়েও শক্ত। সুব্রতর হাজার উচ্ছ্বাস ওকে শুধু ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যায়, আপ্লুত করে না। এখন তো বিবাহের দিন মোটামুটি স্থির। এখনও তার স্বাধীনতা শুধু হাত ধরায়, কখনও-কখনও চুম্বনে। শেষেরটিতে বড় আপত্তি তিস্তার। অথচ মাঝে-মাঝেই তিস্তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বুকের হাড় করে নেবার বাসনা তীব্র হয় সুব্রতর। ওর বুকের রং গন্ধ স্বাদ আকণ্ঠ গ্রহণ

করার জন্য আকুলিবিকুলি চলে রক্তে। একবার ওর খোলা কোমরের নরম খাঁজে আঙুল রেখেছিল সুব্রত। চমকে সরে গিয়েছিল তিস্তা, বলেছিল, 'এমন কোরো না।'

'কেন?'

'আমাদের সঙ্গে সারমেয়র কী তফাৎ থাকবে তা হলে?'

স্তম্ভিত সুব্রত কোনও রকমে বলতে পেরেছিল, 'কী আশ্চর্য, যাকে ভালবাসি তাকে মনের মতো করে আদর করতে পারব না?'

'যাকে ভালবাস বলে মনে হয় তার শরীর কি শুধু ভোগের জন্যেই?'

'ভোগ বলছ কেন?'

'সুব্রত, সংযত হলে সবকিছুই স্থির থাকে। প্লিজ। এ-বিষয়ে কথা বলতে আমার একটুও ভাল লাগছে না। আমরা অন্য-কিছু নিয়ে কথা বলি, এসো।' তিস্তা মুখ নামিয়েছিল। নামিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলেছিল বুক নিংড়ে।

কিন্তু, সেই-যে প্রবাদ, মাটির পাত্র একসময় পাষাণকে ক্ষইয়ে দেয়, সুব্রত তিস্তার নরম এবং উষ্ণ ঠোঁটে ঠোঁট রাখতে পেরেছিল একদিন। এবং ওইসময় তাকে সতর্ক থাকতে হত যাতে একটুও বাড়াবাড়ি না-হয়, যা কিনা অমানুষ করে তেমন-কোনও আচরণ না-হয়ে যায়। তিস্তার চারদিকে বাঁধ, সেই বাঁধের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত জলের মতো বয়ে যেতে হয় সুব্রতকে।

BANGLADARSHAN.COM

আজও হাঁটতে-হাঁটতে এই কথাগুলো চট-চট করছিল সুব্রতর মনে। ওর হাতে তিস্তার আঙুল। আর মাথার ওপর প্রতিপদের চাঁদ হ্যারিকেন হাতে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষায়। বাঁক পেরোতেই ওদের পা শ্লথ হল। একটু এগিয়ে রাস্তার কার্নিশ ঘেঁষে দাঁড়াল ওরা। পেছনে পাহাড়, সামনে অতলান্ত খাদ। সেই খাদ ডিঙিয়ে ছোট-ছোট পাহাড়কে টিলার মতো দ্যাখায় এখান থেকে। ডিমের খোলের মতো জোছনায় মাখামাখি চৌদিক। সেই টিলাগুলোকে বেড় দিয়ে দুটো নদী এসে মিলেছে সামনে। চকচকে নয়, কেমন ফ্যাকাসে, সাদা দেখাচ্ছে তাদের শরীর।

কবে কখন কোন পাহাড়ের বরফ গলে ঝরনা, ঝরনা জড়ো হয়ে বড় ধারা নেমেছিল একদিন। বড় পাথর ভেঙে নুড়ি করে-করে উত্তাল হয়ে ছুটে আসছিল নিচে। সহসা পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল কোনও কঠিন বাধা, ধারা বিভক্ত হল। দুই বিনুনির মতো দু-দিকে চলে গেল তারা। এ জানে না ওর খবর, ও পায় না একে। তারপর অনেক পথ ডিঙিয়ে আচমকা ওইখানে এসে দেখা হল দু-জনের। একজন আর-একজনকে দেখে লাস্যভরে বলে উঠল, 'থিস্তা?' এই পাহাড়ি শব্দটির সরল অর্থ, 'এতদিন কোথায় ছিলে?' সেই থেকে যাকে শুধনো হল, যার শরীর একটু গভীর, তার নাম হয়ে গেল তিস্তা। আর যে শুধাল, যার শরীরে দেখার আনন্দ রং বেজেছে, তার নাম রাখা হল রঙ্গিত। একজনের জল সাদা, অন্যজনের জল ঘোলা, পুরুষ এবং প্রকৃতির যেমনটি হয়। রঙ্গিতকে গ্রাস করে নিল তিস্তা।

এ-গল্প এখানে এসে নানান মুখে শোনা। সুব্রতরও যেমন, তিস্তারও তাই। এই পথে হেঁটে গেলে দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করে, নিচের ঝাপসা নদীদুটো দেখতে ভারি ভাল লাগে। একদিন সুব্রত বলেছিল, 'চলো, রাস্তা খুঁজে নিয়ে ওদের কাছ থেকে ঘুরে আসি। তিস্তা মাথা নেড়েছিল, 'না। দূরে আছে বলেই ওরা রহস্যময়, কাছে গেলে হয়তো আর-পাঁচটা নদীর মতো সাধারণ হয়ে যাবে।'

আপত্তি করেছিল সুব্রত, 'বিশ্বাস করি না, তিস্তা কখনওই সাধারণ হতে পারে না।'

'কেন নয়? তারও গঠন অন্য-পাঁচজনের মতনই। ভালবাসা দিয়েই তো আমরা রহস্যময় করে তুলি।' বলে হেসে ফেলেছিল তিস্তা।

চমকে ফিরে তাকিয়েছিল সুব্রত, কিন্তু মন মানেনি। মনে-মনে জেনেছিল তিস্তার রহস্য কখনও শেষ হবার নয়। আকাশের মতো–সমুদ্র নয়, কারণ তারও তল আছে।

আজ প্রতিপদের জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে রঙ্গিত-তিস্তার সঙ্গমের দিকে তাকিয়ে সুব্রত ওর কাঁধ স্পর্শ করল। একটু কি কাঁপুনি জমল তিস্তার শরীরে?

তিস্তা নিচু গলায় বলল, 'তুমি ঠিক ওইরকম রঙ্গিতের মতো।'

সুব্রতর কণ্ঠ গভীর হল, 'তোমায় বড় আদর করতে ইচ্ছে করছে।'

BANGLADARSHAN.COM

তিস্তা তাকাল। চশমাও মাঝে-মাঝে গয়নার মতো সুন্দর করে কাউকে। আর ওইসময় ইঞ্জিনের শব্দ বাজল পাহাড়ে। একটা গাড়ি নামছে ওপর থেকে। চকিতে সরে গেল তিস্তা, বলল 'কী যে করো!'

সুব্রত মনে-মনে বলল, আর কটা দিন, তিরিশদিনে যদি মাস হয়–।

ওরা চুপচাপ ওপরে উঠে আসছিল। প্রথম-প্রথম এইরকম চড়াই ভাঙতে অসুবিধে হত সুব্রতর। এই শহরে তিস্তার বাস অবশ্য কিছু আগে থেকে। ওর কলেজ বাসস্থান থেকে মিনিট-দশেক হাঁটলেই। এই শহরে এখন বাড়ি পাওয়া মুশকিল। চন্দ্রালোক হাউসের পিছনে ছোট্ট বাংলো বাড়িটা পেয়ে সুবিধে হয়েছে তিস্তার। ওর এক সহকর্মিনীর সঙ্গে একত্রে থাকার সুবিধে অনেক। মহিলা বয়স্কা, এবং বোধহয় শুচিবাইগ্রস্ত। এই আটমাসে একটিবারের জন্যে সেখানে প্রবেশ করতে পারেনি সুব্রত। তিস্তা জানিয়েছে মহিলা আত্মীয় না-হলে কারও প্রবেশ পছন্দ করে না। একজন স্বাধীনচেতা অধ্যাপিকার এই মানসিকতা কী করে মেনে নেয় তিস্তা, সুব্রত জানে না। মহিলাকে দেখে তার পুরুষ-বিদ্বেষী বলেই মনে হয়। কিন্তু ওইটুকু বাদ দিলে তিস্তা ওখানে বেশ আরামে থাকে। শীতের ছুটি পড়লেই চলে যায় বরানগরে। বাপ-মায়ের বড় আদুরে মেয়ে সে। ভবানীপুর থেকে সুব্রতর বাড়ির লোক সেখানে গিয়ে শেষ তথ্যটি জেনে এসেছে।

সুব্রতর চাকরি সরকারি হাসপাতালে। ডাক্তার হিসেবে খ্যাতি জমেছে বেশ। প্রেমে পড়ার সময় পায়নি এতকাল পড়াশোনা এবং কাজের চাপে। এই পাহাড়ি শহরে এসে যার ঢেউ সব এলোমেলো করে দিল, সে ওই তিস্তা।

বরানগরের মেয়ের নাম পাহাড়ি নদীর সঙ্গে মিলিয়ে যিনি রেখেছিলেন তিনি অবশ্যই রসিক। এই আটমাস ধরে হিসেবটা একটু-একটু করে মিলিয়ে আনছিল সুব্রত। এখন চূড়ান্ত ক্ষণের অপেক্ষা।

তিস্তার বাড়ি যদি এই পাহাড়ে, তা হলে সুব্রতর ওই পাহাড়ে। মাঝখানে রাস্তাটা চিরে গেছে দু-দিকে। অফিসের সূত্রেই পাওয়া একতলা প্রায়-কাচের বাড়িটা এখন একটু-একটু করে সেজে উঠেছে। সামনের ছোট বাগানে বীরবাহাদুর রকমারি ফুলের আসর সাজিয়েছে। দুটো কর্পূরগাছের ফাঁক দিয়ে ভ্যালিটাকে অনেকখানি চোখের সামনে ধরা যায়। বর্ষার মেঘগুলো নেমে আসে সেখানে। ভোরে আকাশ যখনও মেঘে মুখ ধোয়নি, তখন কাঞ্চনজঙ্ঘাকে তাজমহলের চেয়ে সুন্দর দ্যাখায়। আর আছে সুব্রতর প্রিয় ফুল গ্রান্ডিফ্লোরা। বিরাট কুঁড়ি যখন পূর্ণ হয়ে একটু-একটু করে মুখ খুলতে থাকে, তখন বীরবাহাদুর হাতের নাগালে যাকে পায় তাকেই সুতো দিয়ে বেঁধে আসে। মুখ বন্ধ, তাই পেটপোয়াতি মেয়ের মতো আদুরে হয়ে যায় ফুলগুলো। রাত বাড়লেই ওদের শরীর থেকে গন্ধ চুঁইয়ে পড়ে সমস্ত বাগানে, ঘরে-ঘরে। এই বাড়ি এখন যেটুকু অসম্পূর্ণ, তা তিস্তা এলেই পূর্ণতা পাবে।

তিস্তা অবশ্য এখানে এসেছে। রোদ-জড়ানো বিকেলে বাগানের-মধ্যে-ঢুকে-যাওয়া বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে বীরবাহাদুরের হাতের চা খেয়ে গেছে। ঘরে ঢোকেনি। সুব্রত অনুরোধ করলে হাত তুলে থামিয়েছিল, ‘সবই যদি এখন জেনে যাই, তা হলে অধিকার নিয়ে যখন আসব, তখন জানার যে কিছু থাকবে না।’

BANGLADARSHAN.COM

সুব্রত বলেছিল, ‘অধিকার কি এখন নেই?’

তিস্তা বলেছিল, ‘চোরের মতো।’

কথা বাড়ায়নি সুব্রত। তিস্তার জিভে একধরনের বাঁকা ছুরি আছে, ঢুকে যাওয়ার আগে তার অস্তিত্ব বোঝা গেলে অসাড় হয়ে যেতে হয়।

এই শহরের প্রশংসা করেছিল তিস্তা। মানুষের লোভ সীমিত, চুরিচামারি হয় না বড়-একটা। মেয়েদের বেইজ্জত করার ঘটনা শোনা যায় না। যা-কিছু অসংলগ্ন তা ঘটে ট্যুরিস্টরা এলে। কলকাতার কোনও ছেলে এখানকার মেয়েদের অসম্মান করলে পাহাড়ের মানুষরা তাকে ছিঁড়ে ফেলে, এ-রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল কিছুদিন আগে। তিস্তা বলেছিল, ‘ঠিক হয়েছে। বরাহের উপযুক্ত শাস্তি!’

সুব্রত বিস্মিত ‘বরাহ?’

তিস্তা কঠিন গলায় জবাব দিয়েছিল, ‘তা-ই। সমস্ত কলকাতাটাই তো এখন বরাহনগর। তা থেকে মাঝে-মাঝে এইসব বরাহ ছিটকে আসে।’

মনে করিয়ে দিয়েছিল সুব্রত, ‘তোমার বাড়ি কিন্তু বরাহনগরে।’

‘তাই তো আমি এতটা বলতে পারি।’ তিস্তা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

পিচের রাস্তাটা ছেড়ে অনেকটা নিচে নামতে হয় তিস্তাকে। দু-পাশে বড়-বড় গাছের সারি। বিকেল হলেই জায়গাটায় অন্ধকার নামে। যদিও আকাশে চাঁদ, তবু এখানে জ্যোৎস্না ঢোকেনা। ব্যাগ থেকে টর্চ বের করে জ্বালল তিস্তা। সুব্রত রোজ এখান থেকেই ফিরে যায়। আজ আরও কয়েকপা হাঁটতে ইচ্ছে করছিল, বলল, 'দরজা অবধি পৌঁছে দিই?'

তিস্তা বলল, 'তোমাকে আবার উঠতে হবে।'

'তা হোক।'

সুব্রতর হাত থেকে অনেকক্ষণ আঙুল সরিয়ে নিয়েছে তিস্তা। শেষবার স্পর্শ করতে ইচ্ছে করছিল সুব্রতর। তিস্তা রাজি হল না, কিন্তু মুখে কোনও কথাও বলল না। মোড় ঘুরে থামবিহীন লনটার সামনে আসতেই চোখে পড়ল, বাংলোটা নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোনও জানলায় আলোর ছিটে লেগে নেই। চট করে হানাবাড়ির মতো মনে হয়।

সুব্রত জিজ্ঞাসা করল, 'এত অন্ধকার কেন?'

তিস্তা বলল, 'আমাকেই আলো জ্বালতে হবে।'

'কেন, তিনি কোথায়?'

BANGLADARSHAN.COM

'ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছেন। আজ রাত্রে শিলিগুড়িতে থাকবেন।'

'সে কী! তুমি একা থাকবে নাকি এত বড় বাড়িতে?'

'কেন? এটা তো আর বরাহনগর নয়। তা ছাড়া কাঞ্চি আছে ও-পাশে।' কিন্তু সুব্রতর এটা ভাল লাগছিল না। এই শহরে কোনও ঘটনা ঘটেনি মানে এই নয় যে কখনও ঘটবে না। কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থা কী হতে পারে? তিস্তা সুব্রতর বাড়িতে গিয়ে রাত কাটাবে না, আবার সুব্রতকে এখানে পাহারাও রাখবে না। দরজা খুলে তিস্তা ঘুরে দাঁড়াল। তার বাঁ-হাত সুইচে, কিন্তু আলো জ্বলছে না। এখানে লোডশেডিং হয় না বলা চলে। তিস্তা বিরক্ত গলায় বলল, 'আলোটার আবার কী হল আজকে।'

'মেইন সুইচটা কোথায়?'

'কেন?'

'ফিউজ তারটা পাল্টাতে হতে পারে।'

'তুমি এ-সব জানো?'

সুব্রত উত্তর দিল না। তিস্তার হাত থেকে টর্চটা নিয়ে ঘরের দেওয়ালে আলো ফেলতে লাগল। পাশের ঘরে সেটাকে পাওয়া গেল। লক নামিয়ে আঙুল দিয়ে স্ক্রু খুলে দেখল, সন্দেহটা ঠিক। এখন তার পাওয়া যায় কোথায়? সে তিস্তাকে কথাটা বলতে এক-টুকরো জোগাড় হল। ঠিকঠাক করে দিতেই আলো জ্বলে উঠল চোখ ধাঁধিয়ে। তিস্তা বলল, 'ধন্যবাদ।'

সুব্রত বলল, 'শুকনো ধন্যবাদে চিড়ে ভেজে না। চা খাওয়াতে হবে।'

তিস্তা বিব্রত গলায় জবাব দিল, 'এত রাত্রে চা খেতে হবে না।'

'এমনকিছু রাত হয়নি।'

ঠিক সেই মুহূর্তে চটির শব্দ পাওয়া গেল, 'কৌন?'

দ্রুত সুব্রতকে ও-পাশের ঘরে ঠেলে দিল তিস্তা, 'কে? কাঞ্চি?'

'জি মেমসাব।'

'তোমার খাওয়া হয়ে গেছে?'

'জি।'

BANGLADARSHAN.COM

'শুয়ে পড়ো তুমি।'

এই ঘরে চমৎকার জ্যোৎস্না কিলবিল করছে। এটাই যে তিস্তার শোওয়ার ঘর বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। টেবিলে যে ফ্রেমের ছবিতে তিস্তা হাসছে তা চাঁদের আলোতেও বোঝা যায়। কিছুক্ষণ বাদেই তিস্তা এল, বেশ নার্ভাস গলায় বলল, 'এটা কী করলে বলো তো? যদি দেখে ফেলত!'

'আফটার অল তোমাদের ঝি। ওকে ভয় করার কী আছে?'

'মিসেস সোম জেনে যেতেন। ব্যস হয়ে যেত।'

'পাস্ট ইজ পাস্ট। এখন চা খাওয়াও।'

'দোহাই, প্লিজ, আজ আর বায়না কোরো না। বিয়ের পর তুমি যত চাও, তত চা করে দেব।' দ্রুত এগিয়ে এসে তিস্তা যেন অনুনয় এবং প্রতিজ্ঞা করল।

মজা লাগছিল সুব্রতর। এই প্রথম তিস্তাকে সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে এমন। সে দু-হাতে ওকে জড়িয়ে বুকে টানল, 'তা হলে অন্য-কিছু খাওয়াও।' তিস্তার যেন উভয়সংকট। কোনওরকমে বলল। 'তুমি একটা যাচ্ছেতাই। তাড়াতাড়ি খাও।'

সুব্রত তিস্তার ঠোঁটে ঠোঁট রাখল। উষ্ণ, জবাফুলের কেশরের মতো গভীর নরম স্বাদ। ঠোঁট সরাচ্ছিল না সুব্রত। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হাসফাঁস করতে লাগল তিস্তা। কিন্তু সুব্রত তার কাঁধ দু-হাতে আঁকড়ে রেখেছে, মুখের চাপে মুখ। কোনওরকমে ঠোঁট সরিয়ে তিস্তা বলল, ‘রাক্ষস। এ-ভাবে কেউ চুমু খায়?’

‘কীভাবে খায়?’ তিস্তার শরীরের গন্ধ এবং ঠোঁটের স্বাদ সুব্রতকে ক্রমশ উষ্ণ করে তুলছিল। সে তিস্তার গলায় ঠোঁট রেখে শুধাল, ‘এইভাবে?’

দু-হাতে ওর শরীরের কাঁপন অনুভব করল সুব্রত, তিস্তা অস্ফুটে উচ্চারণ করল, ‘জানি না।’

‘তিস্তা, তোমায় না-পেলে আমি মরে যাব।’

‘লক্ষ্মীটি, অধৈর্য হোয়ো না, আর-কটা দিন অপেক্ষা করো, প্লিজ।’

‘কেন, এখন নয় কেন?’

‘এখন যদি সব নিয়ে নাও, তা হলে বিয়ের পর আমি তোমাকে কী দেব? আমি তো আর নতুন থাকব না।’ দু-হাতে সুব্রতর মাথা নিজের বুক থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে হেরে যাচ্ছিল তিস্তা।

‘আমাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। যে-দিন আমরা ভালবেসেছি সে-দিনই তো বিয়ে। এতদিন আমাদের কালরাত্রি গেল।’ দু-চোখে শুধু তিস্তা আর তিস্তা। ওর বুকের গভীর খাদে ঠোঁট ডুবিয়ে দিতে চাইছিল সুব্রত। জামার ধাতব বাঁধনকে বড় নিষ্ঠুর মনে হচ্ছিল তার।

BANGLADARSHAN.COM

‘এই, আমার জামা ছিঁড়ে যাচ্ছে।’

‘যাক। বদলে একহাজার জামা দেব।’

বাইরের আবরণ যখন ঘুচল, তখনও ভেতরের আগল সুকঠিন। সুব্রত আনাড়ির মতো তার জট খুলতে ব্যস্ত। একটু-একটু করে তিস্তার শরীর শিথিল হয়ে এসেছে। শেষবার বলল, ‘তুমি বাড়ি ফিরবে না?’

‘ফিরব।’

‘না।’

‘মানে?’

‘এই রাত্রে এ-সব করে তুমি ফিরে যেতে পারবে না।’ খুব স্পষ্ট এবং দৃঢ় গলায় উচ্চারণ করল তিস্তা। চমকে মুখ তুলল সুব্রত। এ কোন তিস্তাকে দেখছে সে। মুহূর্তের জন্যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হল, ‘কিন্তু বীরবাহাদুর।’

‘আমি কিছু জানি না। আমাকে জাগিয়ে তুমি চলে যেতে পারবে না।’

মুহূর্তে যেন হাজারদুয়ারির সবকটি দরজা হাট করে খুলে গেল। কিংবা, এমনও বলা যায়, সমুদ্রের দ্যাখা পেয়ে নদী যেমন অদ্ভুত শান্ত এবং ভরাট হয়, তেমনি সুব্রতর দুই হাতের বাঁধনে তিস্তা টল-টল করছিল। বুকের বন্ধনী মুক্ত করতে বিব্রত যখন সুব্রত, তখন তিস্তা কপট গলায় জানাল, 'তুমি সত্যি আনাড়ি।'

'ছিলাম। কাল থেকে থাকব না।' সুব্রত দেখল অভ্যস্ত হাতে তিস্তা বন্ধন-মুক্ত হল। চোখের সামনে পাকা বেলের স্বর্ণাভা, আধারচ্যুতির জন্যে কিচ্ছুটা নিম্নমুখী, কিন্তু চমৎকার। সুব্রত শিশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল সেখানে। জননীর মতো তাকে আশ্রয় দিল তিস্তা। তার শরীর কাঁপছে, ঈষৎ বেঁকে সে মুখ নামাল সুব্রতর ঘাড়ে। 'আমাকে মুক্ত করে নিজে সেজেগুজে বসে আছ।'

পাউডার, না অন্য গন্ধ, সুব্রত জানে না, কিন্তু মুখ তুলতে ইচ্ছে না-হলেও, সে তুলল। তিস্তা বলল, 'না এখন থাক।'

শৈশবে মায়ের স্মৃতি অথবা পথে-ঘাটে দেখা সুন্দরীর বক্ষ এতদিন যে-আকর্ষণ করত, তা এখন হাত এবং মুখের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ। সুব্রত জানছিল সুখ কাকে বলে। পৃথিবীতে কতরকমের সুখ রয়েছে, কিন্তু এই সুখ চিরকালের না-হলেও চিরকালই মানুষেরা পেয়ে এসেছে।

তিস্তা বলল, 'আমি তোমাকে ভীষণ ভালবাসি গো।'

BANGLADARSHAN.COM

সুব্রত জবাব দিল বুক এবং পেটের জমিতে মাথা রেখে, 'আমিও।'

'তুমি আমাকে কী দেবে?'

'জানি না। তবে তারা কিংবা চাঁদ পেড়ে আনতে পারব না।'

হাসল তিস্তা, 'তুমি আমাকে তোমার মতো একজনকে দিয়ো।'

'এটা একটু বোকা-বোকা কথা হল না?'

সুব্রতর গলায় এখন সেই ঠাট্টা। তিস্তা আদুরে হল, 'হোক, আর কেউ তো শুনছে না।'

সুব্রতর মনে হল, সন্ধেবেলার ওই চরিত্রদুটোর সংলাপ কি তিস্তার কথাই, অন্য সবাই শুনছিল বলে বোকা-বোকা হয়ে গিয়েছিল? তিস্তার হৃৎপিণ্ড তখন সুব্রতর কানে শব্দ তুলল, ঠিক-ঠিক।

আয়োজন সম্পূর্ণ। জ্যোৎস্নার আলো এখন মশারির মতো মোহিনী।

তিস্তা ডাকল, 'এসো।' তিস্তা এখন একটু-একটু করে গলে গলে শেষ ঢেউয়ের প্রতীক্ষায়। মাতাল, মদ না-খেয়েও মানুষ যখন সবচেয়ে বেশি মাতাল হয়, তেমনি, সুব্রত নিজেকে মুক্ত করে বিলিয়ে দিতে এবং গ্রহণ করতে হাত বাড়াল।

তিস্তা চাপা গলায় বলল, ‘পর্দাটা টেনে দাও। জ্যোৎস্নাটা বড্ড জ্বালাচ্ছে।’

সে-কথায় কান নেই সুব্রতর। তিস্তার শরীর থেকে শেষ আবরণ সরিয়ে ফেলে সে যখন তীব্রতর হল সেই মুহূর্তেই নজর স্থির হল। ও কী! পলকেই সমস্ত শরীর স্থির। যেন আচমকা বরফ ঘষে দিয়েছে কেউ। নিজের অজ্ঞাতেই শিরারা শিথিল হয়ে যাচ্ছে। তিস্তা অসহিষ্ণু হল, ‘কী হল, এসো?’

সুব্রত চোখ বন্ধ করল। তার শরীর ততক্ষণে তলানিতে এসে ঠেকেছে। চোখের পাতায়, এমনকী এই বন্ধ চোখেও, বিশ্বচরাচর জুড়ে, এখন তিস্তার নরম তলপেট। সেখানে সরু-সরু ক্রিমির মত সাদা-সাদা দাগ জ্যোৎস্নায় ঠাস হয়ে আছে। ওপর থেকে নিচে ফাটা-ফাটা হয়ে আছে জঠর।

তিস্তার গলা কানে এল, ‘কী হল?’

চোখ খুলল সুব্রত। ওই শরীর তার নয়। কোনও ডাক এই মুহূর্তে শরীরকে চাকর করতে পারছে না। এতদিন যে-তিস্তাকে সে কামনা করে এসেছে এখন চেষ্টা করলেও তাকে গ্রহণ করার ক্ষমতা তার নেই। সাদা দাগগুলো কিলবিল করছে সামনে। বরাহনগরের মেয়ের চুপচাপ প্রতারণাকে উপেক্ষা করার সাধ্য তার শরীরেই নেই। বুকের মধ্যে টনটন করছিল সুব্রতর।

আর তখনই তিস্তা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। দ্রুত কাপড় সংযত করে বালিশে মুখ গুঁজে কেঁদে চলল একটানা।

BANGLADARSHAN.COM

সুব্রতর মনে হল, তিস্তা তার বুকের কান্নাটাকেও চুরি করে নিয়ে কাঁদছে।

॥সমাপ্ত॥